ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১০/০৭/২০১৭ ।।

দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব ২৮ জুলাই

বিলোনীয়া, ১০ জুলাই ।। আগামী ২৮ জুলাই দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব বিলোনীয়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে । ২০ জুলাই পঞ্চায়েত ও ভিলেজ ভিত্তিক এবং ২৬ জুলাই ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব আয়োজিত হবে । সম্প্রতি বিলোনীয়া জেলা শাসক কার্যালয়ের সভা কক্ষে জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । সভায় রাজনগর ও সাতচান্দ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুভ্রা মিত্র, জেলা শাসক সি কে জমাতিয়া, বিলোনীয়া পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন দীপংকর সেন, এস আই ও মনোজ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ২৩ জুলাই উদয়পুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হবে । ২৪ জুলাই বিলোনীয়া টাউন হলে পরিবেশিত হবে নাটক । মহকুমা ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক নাট্য উৎসব আগামী ১২ আগষ্টের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে । এছাড়া, ২৩ আগষ্ট শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । আগামী ৪ সেপ্টেম্বর জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক যাত্রা উৎসব সাব্রুম মহকুমায় অনুষ্ঠিত হবে ।

কসবা ও পুরাথল-রাজনগর পঞ্চায়েতে লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ১০ জুলাই ।। বিশালগড় ব্লকের কসবা ও পুরাথল-রাজনগর পঞ্চায়েতে সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । কসবা পঞ্চায়েতের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় কসবা নাট মন্দিরে । এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত পঞ্চায়েতের উপ প্রধান কালীমোহন শর্মা । পুরাথল-রাজনগর পঞ্চায়েতের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গণে । এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েতের প্রধান । এই দুটি পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসবে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্পীরা লোক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন ।

জিরানীয়ায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ১০ জুলাই ।। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ১১ ও ১২ জুলাই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস আয়োজিত হবে । কর্মসূচি অনুযায়ী ১১ জুলাই শিবির হবে পূর্ব বড়জলার নগ্রাইবাড়ি, পশ্চিম নোয়াগাঁও-এর পশ্চিম কেপরাম পাড়া এবং পূর্ব নোয়াগাঁও-এর রাধানগর ২নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । ১২ জুলাই শিবির হবে উত্তর জয়নগর বাহুসর্দার পাড়া, পূর্ব নোয়াগাঁও-এর বাগবাড়ি, পূর্ব মোহনপুর এবং মাধববাড়ির গোস্বামী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে ।

শিক্ষক শিক্ষিকারা সমাজেরও শিক্ষক : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ জুলাই ।। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে নজর দিতে হবে । মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে ছেলে মেয়েদের মানুষ করার কাজে ব্রতী হতে হবে । মনে রাখতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকারা হচ্ছেন সমাজেরও শিক্ষক। দেশ কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন । কারণ এই ছেলে মেয়েরা সঠিকভাবে গড়ে ওঠলে এক সময় তাঁদের হাতেই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় । আজ দুপুরে স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনের (দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়) নব নির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন । মুখ্যমন্ত্রী **বলেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা হচ্ছেন** চুম্বকের মত। তারাই মূলত: ছাত্র ছাত্রীদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। ছাত্র ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা গেলে তাদের অনুসরণ করে অনেক বেশী ছাত্র ছাত্রী সংশ্লিষ্ট স্কুলে ভর্তি হতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে বেতন দিতে হয়না, প্রায় সবাই পাঠ্য পুস্তক পাচ্ছে, একশ জনের মধ্যে প্রায় আশি জনই কোন না কোন ষ্টাইপেন্ড পাচ্ছে । কেউ কেউ পোশাকও পেয়ে থাকে, উপরন্ত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সবাই স্কুলেই খাবার পেয়ে থাকে । এরপর, সবাই একশ নম্বরের মধ্যে শুধু পাশ করার নম্বরই পাবে । কেন? একশর মধ্যে অন্তত: পঞ্চাশ নম্বর কেন পাবেনা ? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পুরো বই পড়তে হবে । শুধু নোট বই পড়লেই চলবেনা । এই বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে শিক্ষক -শিক্ষিকাদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু ভাল নম্বর পেলেই চলবেনা । তাদের ভাল মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠতে হবে । ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে ওঠে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে। এই শিক্ষা স্কুল থেকেই হতে হবে । আমাদের ছেলে মেয়েরা মানুষের কল্যাণে ব্রতী হউক এটা আমরা সবাই চাইব । তারা এমন কোন কাজ করবেনা যাতে মানুষের ক্ষতি হয় । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শতকরা হিসাবে ত্রিপুরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে তা অন্য কোন রাজ্য করেনা । কেন্দ্রীয় সরকার তো এর ধারে কাছেও যায়না । মানব সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে এই রাজ্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী নজর দেয়া হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে গুণগত অনেক পরিবর্তন এসেছে । রক্তদানের মত বৃক্ষরোপণেও আমরা কেন দেশের নজর কেড়ে নেবনা ? এখন আমরা এই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি। মেয়েদের উপর অত্যাচারের সংখ্যা একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য নিজেদের ঘর থেকেই সচেতনতার কাজ শুরু করতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাফল্য পাওয়া গেলে এই কাজেও কেন আমরা সফল হতে পারবনা ? প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, সাক্ষরতার হারে ত্রিপুরা আজ দেশের মধ্যে শীর্ষে । একজন মানুষও যাতে এই রাজ্যে নিরক্ষর না থাকেন এবং একজন শিশুও যাতে বিদ্যালয়ের বাইরে না থাকে তার জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে । পড়াশুনার গুণগত মান আরও বাড়ুক এটা আমরা চাই । এজন্য গুণগত শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হচ্ছে । শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যে যে পরিবেশ তৈরী হয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় বলেন, দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন হওয়ায় এই স্কুলের দীর্ঘদিনের এক প্রত্যাশা আজ পূরণ হলো । আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড: প্রফুল্লজিৎ সিনহা তার ভাষণে স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনের ফলাফল আগামী দিনে আরও ভাল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার দে । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রশাসক প্রবীর কুমার মল্লিক ।

সপ্তাহ ব্যাপী খার্চি উৎসব সমাপ্ত

জিরানীয়া, ৮ জুলাই ।। অগণিত মানুষের অংশ গ্রহণের পর শুক্রবার সমাপ্ত হল সপ্তাহ ব্যাপী সম্প্রীতির মিলনমেলা খার্চি উৎসব । গতকাল রাত ৯টায় কৃষ্ণমালা মঞ্চে আয়োজিত খার্চি উৎসবের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয় । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উপজাতি-কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা বলেন, খার্চি উৎসব এরাজ্যের মানুষের সম্প্রীতির উৎসব । এই উৎসব মানুষের মধ্যে মৈত্রীর সেতু বন্ধন তৈরী করে । প্রতি বছরের মতো এবছরও সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ একত্রিত হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরার মানুষের ঐক্য কতটা সুদৃঢ় । এই ঐক্য কেউ ভাঙ্গতে চাইলে তারই অস্তিত্ব বিপন্ন হবে । তিনি বলেন, একটা রাজনৈতিক দল আমাদের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করার চেষ্টা করছে । রাজ্যের মানুষ তাদের চক্রান্ত কোনও ভাবেই সফল হতে দেবেন না। খার্চির আলোয় উদ্ভাসিত সকল মানুষের প্রতি তিনি আহ্বান রাখেন অশুভ শক্তির মোকাবিলা করে এরাজ্যের মৈত্রীর বন্ধনকে অটুট রাখতে ।

শান্তি সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে খার্চির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, খার্চি সহ আরো অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে একটি সুস্থ সংস্কৃতির পরিমন্ডল তৈরী হয়েছে। এই উৎসবগুলোর মাধ্যমে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও আমরা আনন্দে অবগাহন করি । উৎসব মিলনও ঐক্যতানের বার্তাও ছড়িয়ে দেয় । বিকাশ ঘটায় সুস্থ সংস্কৃতির । কিন্তু এক শ্রেণীর চক্রান্তকারী এটা সহ্য করতে পারেনা। এরা চায় এরাজ্যের শান্তি বিনষ্ট করে উন্নয়নের কাজ থামিয়ে দিতে । তিনি বলেন, সম্প্রীতি হচ্ছে মানুষের উনয়নের ও আর্থিক সমৃদ্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ । রাজ্যের ঐক্য সংহতি আরও সুদৃঢ় করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে এ ডি সির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এমন মিলন উৎসব শুধু এই ত্রিপুরাতেই হয় । তিনি বলেন, এখানে যেমন উপজাতিদের উৎসবে সর্বধর্মের মানুষের মিলন ঘটে তেমনি বৌদ্ধ, খ্রীষ্ঠান মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসবগুলিতেও সকল মানুষের মিলন হয়, শুভেচ্ছা বিনিময় হয় । তিনি রাজ্যের মানুষের কাছে এই ঐতিহ্য অদূর ভবিষ্যতেও অটুট রাখার আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খার্চি মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর । তিনি বলেন, খার্চি উৎসব মিলনের উৎসব । মিলনের উৎসব কখনো শেষ হয় না ।আগামীদিনের প্রত্যাশা থেকে যায় ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন শূর । সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমা শাসক বিম্বিসার ভট্টাচার্য । উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ, সাধারণ প্রশাসনের অতিরিক্ত সচিব রমাপ্রসাদ দত্ত, আগরতলা পুর নিগম ৯নং ওয়াড কাউন্সিলার গীতা দে, পুরাতন আগরতলার বিডিও বিংকি সাহা প্রমুখ ।

মেলায় উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী স্টল নির্মাণে প্রথম হয়েছে মৎস্য দপ্তর, দ্বিতীয় হয়েছে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং তৃতীয় হয়েছে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর । অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন।

ত্রিপুরা ইন্দো - জার্মান প্রকল্পে জাতীয় স্তরে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে

আগরতলা, ০৭ জুলাই ।। ত্রিপুরা ইন্দো - জার্মান উন্নয়ন প্রকল্পে এখন পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তাকে সংহত করে আরও এগিয়ে যেতে হবে । এখনো রাজ্যের যে এলাকা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে সেই অঞ্চলকে উন্নত করে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে । রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আজ ত্রিপুরা ইন্দো - জার্মান উন্নয়ন প্রকল্পের এক দিনের জাতীয় স্তরে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন ।

গ্রামীণ গরীব অংশের মানুষ, জুমিয়াদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালে উত্তর- ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলার কিছু এলাকায় ইন্দো - জার্মান প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু করা হয় । প্রকল্প রূপায়ণের কাজ এখনো চলছে । আজ একদিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, ১৯৯৮ সাল থেকেই রাজ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু করা হয় । এরমধ্যে জাইকা এবং ইন্দো - জার্মান প্রকল্পও আছে । এই দুটি প্রকল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পৃথিবী বিপদের সম্মুখীন । প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বনায়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে । ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে । তাই অল্প বৃষ্টিপাতেই নদীতে জল বেড়ে গিয়ে বন্যা হচ্ছে । রাজ্যের ৬০ ভাগ বনভূমি হলেও যেখানে গাছ কমে গেছে বা নেই সেখানে আরও গাছ লাগাতে হবে । এই দুটো প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানোর কাজ হচ্ছে । আরও চার পাঁচ বছর পর এর সুফল পাওয়া যাবে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারী চাকরীর মধ্য দিয়ে সবাইকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয় । আমাদের রাজ্যে বেশীর ভাগই বনাঞ্চল । তাই বনকেও ভিত্তি করে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নিতে হবে । মানুষের জীবনধারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পে মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সুবিধাভোগীরা যেন হঠাৎ করে সমস্যায় না পরে তা দেখতে হবে । এ জন্য তিনি এ ধরণের আরও প্রকল্প তৈরী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন । যেসব প্রকল্প ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে এগুলির অনুমোদনের জন্য আরও বেশী উদ্যোগ নিতে তিনি বন দপ্তরের আধিকারিককে বলেন । এই দুটো প্রকল্পের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রাজ্যের পিছিয়েপড়া এলাকাগুলির জন্য পরিকল্পনা তৈরী করার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বনদপ্তরের মন্ত্রী নরেশচন্দ্র জমাতিয়া, মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, পি সি সি এফ এস তালুকদার, নয়াদিল্লীস্থিত কে এফ ডব্লিউ-র সেক্টর বিশেষজ্ঞ সংগীতা আগরওয়াল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প আধিকারিক ডঃ পিটার গ্রস । অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, বনমন্ত্রী এবং অতিথিগণ প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করেন । এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ সাফল্যের জন্যও অতিথিগণ কৃতীদের পুরস্কৃত করেন । অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান প্রধান নির্বাহী তথা প্রকল্প আধিকারিক ডঃ এ কে গুপ্তা ।

রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে চাই শান্তি সম্প্রীতি ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বিশ্রামগঞ্জ, ০৭ জুলাই ।। জম্পুইজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পথ চলা শুরু হল । আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী । প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ফিতা কেটে দশ শয্যা বিশিষ্ট এই কেন্দ্রের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে । এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে । স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে । সাক্ষরতায় রাজ্য দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে । রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে রাজ্যেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য দুঞ্চটি মেডিক্যাল কলেজ, বিভিন্ন মহকুমায় সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ও কারিগরী কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে । রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের জন্য চাই শান্তি ও সম্প্রীতি । এক সময় সন্ত্রাসবাদীদের কারণে এই এলাকার উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়েছিল । গণতন্ত্র প্রিয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে এই এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরে এসেছে । যোগাযোগ, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে । উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে । তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে গরীব মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়ন । রাজ্যের মানুষ যাতে অনাহারে না থাকে, সব অংশের মানুষ যাতে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পেতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ হচ্ছে । স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রাজ্যে ৯৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে । আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আরো ৮টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । তিনি বলেন, আজকের থেকে পথ চলা এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে আগামী দিনে ধাপে ধাপে ৫০ শয্যার করা ও মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হবে । বিভেদকামী শক্তিকে যেকোন মূল্যে প্রতিহত করে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশকে বজায় রেখে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক কেশব দেববর্মা, এম ডি সি রমেন্দ্র দেববর্মা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে সিপাহীজলার জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন । এছাড়া, জম্পুইজলার মহকুমা শাসক এল ডার্লং, পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শংকর সাহা এবং টি এস আরের সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট কেরী মারাক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । স্বাগত ভাষণ দেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ এন ডার্লং। সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা বি এ সি-র চেয়ারম্যান এম ডি সি সন্তোষ দেববর্মা । এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ২০ কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ।

লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতে লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া ব্লকের সহযোগিতায় লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গতকাল লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উক্ত পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান তপন কুমার সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা অনিতা রায়, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবি কৃষ্ণ মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৩৫ জন শিল্পী লোক গীত ও লোক নৃত্য, দেশাত্ববোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন রাখেন মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক।

লতুয়াটিলা পঞ্চায়েতে মাছ চাষে সহায়তা

শান্তিরবাজার, ৭ জুলাই ।। জোলাইবাড়ী ব্লকের লতুয়াটিলা গ্রাম পঞ্চায়েতে মৎস্য চাষ ভিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এরমধ্যে ১০ ইউনিট মিশ্র মৎস্য চাষ প্রকল্পের জন্য এম.জি.এন. রেগায় প্রতি ইউনিটে ব্যয় হবে ১৫ হাজার ৩৫০ টাকা। ৩০ ইউনিট সামাজিক মৎস্য চাষ প্রকল্পের জন্য পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রতি ইউনিট ব্যয় হবে ২ হাজার ৫০০ টাকা। এছাড়া, ১০ ইউনিট মিশ্র মৎস্য চাষ প্রকল্পের জন্য চতুর্দশ অর্থ কমিশনের তহবিলের বরাদ্দ অর্থে প্রতি ইউনিটে ব্যয় হবে ১৫ হাজার ৩৫০ টাকা এবং ১০ ইউনিট ক্ষুদ্র জলাশয়ে মৎস্য চাষ প্রকল্পে ব্যয় হবে ইউনিট প্রতি ৬ হাজার ২৮০ টাকা । পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার মৎস্য চাষীদের মধ্যে মাছ ধরার জন্য কনিজাল দেওয়া হবে ১০ ইউনিট এবং টানাজাল দেওয়া হবে ৩ ইউনিট। এতে পি.ডি.এফ থেকে প্রতি ইউনিট কনিজালের জন্য ২ হাজার ২০০ টাকা এবং প্রতি ইউনিট টানা জালের জন্য ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হবে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত থেকে এ সংবাদ জানা গেছে।

পশ্চিম ও উত্তর টাকারজলা ভিলেজে লোক সংস্কৃতি উৎসব

জম্পুইজলা, ৭ জুলাই ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি পশ্চিম টাকারজলা ভিলেজে ভিলেজ ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব টাকারজলা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ভিলেজের চেয়ারম্যান মঙ্গল লক্ষ্মী দেববর্মা, প্রাক্তণ এম ডি সি ললিত দেববর্মা সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এলাকার শিল্পীরা জাদুকলিজা, বাউল ও লোক নৃত্য পরিবেশন করেন।

অনুরূপ ভাবে উত্তর টাকারজলা ভিলেজেও লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার শিল্পীরা জাদু কলিজা, লোকনৃত্য ও বাউল পরিবেশন করেন। আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উক্ত ভিলেজের চেয়ারম্যান সমেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

খাসিয়ামঙ্গলে ২৬ হেক্টর এলাকায় বাঁশ বাগান

খোয়াই, ৭ জুলাই ।। খোয়াই জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ স্থায়ী কমিটির সভা আজ জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় মৎস্য, কৃষি, বন ইত্যাদি দপ্তর থেকে দরিদ্র পরিবারগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে যে সকল কর্মসূচী নেয়া হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয় । সভায় মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলার বিভিন্ন ব্লক এবং পুর এলাকার মৎস্য চাষীদের বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর জন্য সহায়তা করা হচ্ছে। তিনি জানান, জেলার প্রতিটি ব্লক এবং পুর এলাকার ১০ জন করে মাছ চাষীকে চলতি বছর ২০০টি করে পাবদা মাছের পোনা দেয়া হয়েছে । ১০টি তপশীলি জাতিভুক্ত মৎস্য চাষী পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হবে । উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, ২০১৬-১৭ অর্থ বর্ষে জেলার ১৩২টি কৃষিজীবি পরিবারকে ভর্তুকী মূল্যে পাওয়ার টিলার দেয়া হয়েছে । গত বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেলার ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩২টি কৃষিজীবি পরিবারকে সহায়তা হিসেবে বিভিন্ন সব্জীর বীজ বিতরণ করা হয়েছে । এবছর জেলার ১৭৯.৪ হেক্টর জমিতে কমলা, মুসাম্বি, নারিকেল এবং সুপারীর বাগান করা হবে বলে তিনি সভায় জানান। বন দপ্তর থেকে সভায় জানানো হয় খাসিয়ামঙ্গলে ২৬ হেক্টর বাঁশের বাগান করা হবে । বড়মুড়া ইকো পার্ক সংলগ্ন স্থানে ৫৪ হেক্টর এলাকায় মিশ্র প্রজাতির বাগান এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫ হেক্টর নিমগাছের বাগান গড়ে তোলা হবে । জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুনীল মুন্ডা সহ বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি অজয় দাস ।

রূপাইছড়ি ব্লকে ৫০ হেক্টর জমিতে ফলের বাগান

সাব্রুম, ৭ জুলাই ।। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এবছর রূপাইছড়ি ব্লকের ৬০টি পরিবারের ৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফলের বাগান করা হচ্ছে। এজন্য এম জি এন রেগায় ৬৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৭৫ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে । শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে ১৩ হাজার ৪৯৭টি । আম্রপালীর চাষ করা হচ্ছে ৩৫টি পরিবারের ৩০ হেক্টর জমিতে, মুসাম্বীর চাষ করা হচ্ছে ৫টি পরিবারের ৫ হেক্টর জমিতে, সুপারীর চাষ করা হচ্ছে ১৫টি পরিবারের ১০ হেক্টর জমিতে । কাজুবাদামের চাষ করা হচ্ছে ৫ পরিবারের ৫ হেক্টর জমিতে । রূপাইছড়ি কৃষি মহকুমা অফিস থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে ।

নলছড়ে রেগায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

সোনামুড়া, ৭ জুলাই ।। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নলছড় ব্লক এলাকায় এম জি এন রেগায় তিনটি বক্সকালভার্ট নির্মাণ করা হবে। ব্লকের কুমারিয়াকুচা পঞ্চায়েতের মধ্যপাড়ায় চার মিটার প্রশস্থ একটি আর সি সি বক্সকালভার্ট নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, বাগবাসা পঞ্চায়েতেও একটি বক্সকালভার্ট নির্মাণের জন্য ৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, শিবনগর পঞ্চায়েতে একটি পাকা বক্সকালভার্ট নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা । উক্ত প্রকল্পে বাগবাসা পঞ্চায়েতে বগাবাসা পূর্ত রাস্তা থেকে রাজীব নগর সীমানায় ১১৫ মিটার পাকা ওয়াল তৈরীর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে । এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা । সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে ।

ঊনকোটি জেলায় নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে নথীভুক্ত ৬,৪৫০ জন

কৈলাসহর, ৭ জুলাই ।। নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ঊনকোটি জেলায় এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৪৫০ জন নির্মাণ শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে । জেলার চারটি ব্লকের মধ্যে গৌরনগর ব্লকে ২ হাজার ২১ জন নির্মাণ শ্রমিক, চন্ডীপুর ব্লকের ১ হাজার ৭ জন নির্মাণ শ্রমিক, কুমারঘাট ব্লকে ১ হাজার ৫৬২ জন নির্মাণ শ্রমিক, পেঁচারথল ব্লকে ৮৫৩ জন নির্মাণ শ্রমিক এবং কৈলাসহর পুর পরিষদে ৬২৩ জন ও কুমারঘাট পুর পরিষদের ৩৮৪ জন নির্মাণ শ্রমিককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে । জেলা শ্রম কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

জাতীয় কৃমিনাশক দিবস ঃ ধলাই জেলায় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আমবাসা, ০৬ জুলাই ।। জাতীয় কৃমিনাশক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ধলাই জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । এ উপলক্ষ্যে ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাগৃহে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় । জেলা শাসক বিকাশ সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল চন্দ্র দাস, জেলা কৃমিনাশক কর্মসূচির নোডাল অফিসার ডাঃ সুজিৎ দাস, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা কার্যালয়ের জেলা পরিদর্শক জ্যোতির্ময় দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৯ আগষ্ট গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে জেলা ভিত্তিক জাতীয় কৃমিনাশক কর্মসূচির সূচনা হবে । ১০ আগষ্ট জেলার প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এবং বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হবে । ১০ আগষ্ট যেসব ছেলে-মেয়েদের এই ঔষধ খাওয়ানো যায়নি তাদের ১৭ আগষ্ট খাওয়ানো হবে। উল্লেখ্য, জেলায় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪২৩ জন ছেলে-মেয়েকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে । এই কর্মসূচিকে সার্বিক ভাবে সফল করে তোলার জন্য আগামী ৭ আগষ্টের মধ্যে জেলার ৮টি ব্লকে ব্লক ভিত্তিক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা সম্পন্ন করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত হয় । এছাড়া, আগামী ১২ আগষ্ট জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাগৃহে জেলা ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে । পাশাপাশি এ ধরণের কর্মশালা আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জেলার ৮টি ব্লকেও আয়োজিত হবে ।

আলগাপুর পঞ্চায়েতে গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ০৬ জুলাই ।। কালাছড়া ব্লকের আলগাপুর পঞ্চায়েতের গ্রাম সভা গত ৩ জুলাই আলগাপুর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় । আলগাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সোমা দাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহাকারী সভাধিপতি স্বপন কুমার দেবনাথ, পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান নিতাই শুক্লদাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা রীনা রাণী দাস, পঞ্চায়েতের সদস্যগণ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন । সভায় পঞ্চায়েত সচিব অসীম চৌধুরী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পঞ্চায়েতের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন । সচিব জানান, বিগত অর্থ বছরে পঞ্চায়েত এলাকায় এম জি এন রেগায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ১৩ হাজার ৫০০ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে । এতে ব্যয় হয়েছে ২২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৯০ টাকা। এছাড়া, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে । চতুর্দশ অর্থ কমিশনের ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়িত হয় । তাছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য এম জি এন রেগা, চতুর্দশ অর্থ কমিশন, পি ডি এফ ইত্যাদি প্রকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ।